ত্বকী: বিচারহীনতার প্রতীক

গত ৭ মার্চ ২০১৯, ঢাকায় জাতীয় প্রেস ক্লাবে ত্বকী হত্যাকাণ্ডের বিচার থামিয়ে রাখায় রাষ্ট্রের ভূমিকার প্রতিবাদ করে এবং অবিলম্বে এই বিচার সম্পন্ন করার দাবি জানিয়ে 'সন্ত্রাস বিরোধী ত্বকী মঞ্চ' এক গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করে। এতে মঞ্চের পক্ষ থেকে উপস্থাপিত সূচনা বক্তব্যে সামগ্রিক পরিস্থিতির সারসংক্ষেপ করা হয়েছে। নীচে এই পুরো বক্তব্য প্রকাশ করা হল।

গতকাল ছিল তানভীর মুহাম্মদ ত্বকী হত্যার ৬ বছর, আবার একটি বিচারহীনতারও ৬ বছর। ৬ মার্চ ২০১৩ বিকেলে পাঠাগারে যাওয়ার পথে নারায়ণগঞ্জের বঙ্গবন্ধু সড়ক থেকে মেধাবী কিশোর ত্বকীকে অপহরণ করা হয়। ওই রাতেই ত্বকীর পিতা রফিউর রাব্বি নারায়ণগঞ্জ সদর মডেল থানায় বিষয়টি উল্লেখ করে সাধারণ ডায়েরি করেন এবং র‍্যাব ১১-এর কার্যালয়ে চিঠি দেন। এর পরদিন ত্বকীর এ-লেভেল পরীক্ষার প্রথম পর্বের ফল প্রকাশিত হয়। ত্বকী সেই পরীক্ষায় পদার্থবিজ্ঞানে ২৯৭/৩০০ ও রসায়নে ২৯৪/৩০০ নম্বর পায়। পদার্থবিজ্ঞানে এটিই ছিল বিশ্বের সর্বোচ্চ নম্বর এবং রসায়নে দেশের সর্বোচ্চ নম্বর। এর পরদিন ৮ মার্চ সকালে শীতলক্ষ্যা নদীর খালের পার থেকে পুলিশ ত্বকীর লাশ উদ্ধার করে। ৮ মার্চ রাতেই ত্বকীর পিতা বাদী হয়ে নারায়ণগঞ্জ সদর মডেল থানায় দণ্ডবিধির ৩০২/৩৪ ধারায় আসামি অজ্ঞাত উল্লেখ করে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন এবং ১৮ মার্চ জেলা পুলিশ সুপারের কাছে ত্বকী হত্যার জন্য তিনি শামীম ওসমান, তাঁর ছেলে অয়ন ওসমানসহ আটজনের নাম উল্লেখ করে একটি অবগতিপত্র দেন। তদন্তে মামলাটির আশানুরূপ অগ্রগতি না হওয়ায় রফিউর রাব্বির আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ২৮ মে ২০১৩ উচ্চ আদালত মামলাটি তদন্তের জন্য র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়নকে (র‍্যাব) নির্দেশ দেন।

সে বছর ২৯ জুলাই ইউসুফ হোসেন লিটন নামের এক ঘাতক আদালতে ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেয়। জবানবন্দিতে সে ত্বকীকে কখন, কীভাবে, কোথায়, কারা কারা এবং কেন হত্যা করেছে তার বিশদ বর্ণনা দেয়। তার বর্ণনা অনুযায়ী অপহরণের রাতেই তারা ত্বকীকে প্রথমে গজারির লাঠি দিয়ে পিটিয়ে অজ্ঞান করে এবং পরে কালাম সিকদার নামের এক ঘাতক তার বুকের ওপর উঠে গলা চেপে শ্বাসরোধে হত্যা করে। রাত ১১টার মধ্যেই তারা ত্বকীকে হত্যা করে এবং পরে লাশ শীতলক্ষ্যা নদীতে ফেলে দেয়। ঘাতকের এই জবানবন্দির কিছুদিন পর ৭ আগস্ট র‍্যাব শামীম ওসমানের ভাতিজা সে সময়ের সংসদ সদস্য নাসিম ওসমানের ছেলে আজমেরী ওসমানের উইনার ফ্যাশন খ্যাত টর্চার সেলে অভিযান পরিচালনা করে। সেখানে তারা দেয়ালে ও আসবাবপত্রে গুলির চিহ্ন দেখতে পায় এবং সেখান থেকে রক্তমাখা প্যান্ট, দড়ি, রক্তমাখা গজারির লাঠি, ইয়াবা সেবনের সরঞ্জাম, পিস্তলের অংশসহ বিভিন্ন বস্তু আলামত হিসেবে সংগ্রহ করে।

সে বছর ১২ নভেম্বর সুলতান শওকত ভ্রমর নামের অপর এক ঘাতক আদালতে ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেয়। জবানবন্দিতে সেও ত্বকীকে হত্যার বিশদ বিবরণ দেয়। সে তার বিবরণে উলেখ করে, আজমেরী ওসমানের নির্দেশে তার টর্চার সেলে তারই উপস্থিতিতে ত্বকীকে রাত ১২টার আগেই তারা হত্যা করেছে। পরে আজমেরীর গাড়িতে করেই তারা ত্বকীর লাশ শীতলক্ষ্যা নদীর পারে নিয়ে যায় এবং লাশ নৌকায় করে নিয়ে নদীতে ফেলে দেয়।

ত্বকী হত্যার এক বছরের মাথায় ৫ মার্চ ২০১৪ র‍্যাবের অতিরিক্ত মহাপরিচালক জিয়াউল হাসান র‍্যাবের প্রধান কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক গণমাধ্যমকে ত্বকী হত্যার রহস্য উদ্ঘাটনের বিষয়টি অবহিত করেন। তাঁরা উল্লেখ করেন, আজমেরী ওসমানের নেতৃত্বে ১১ জন ত্বকীকে হত্যা করেছে। হত্যার কারণ হিসেবে তাঁরা উল্লেখ করেন, ত্বকীর বাবা রফিউর রাব্বির ২০১১ সালে অনুষ্ঠিত নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের নির্বাচনে সেলিনা হায়াত আইভীর পক্ষে শক্ত অবস্থান গ্রহণ, এর কিছুদিন পূর্বে গণপরিবহনে শামীম ওসমান ও তাঁর অনুগত লোকদের ব্যাপক চাঁদাবাজির বিরুদ্ধে নারায়ণগঞ্জবাসীকে ঐক্যবদ্ধ করে তাঁর আন্দোলন, এবং চিহ্নিত গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ভূমি দখলের প্রতিবাদে জনগণের আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়ায় ক্ষুব্ধ হয়ে তারা ত্বকীকে হত্যা করে। তখন র‍্যাব উপস্থিত সাংবাদিকদের একটি অভিযোগপত্রও সরবরাহ করে; এবং অচিরেই তা আদালতে পেশ করা হবে বলে জানায়।

ছয় বছর অতিবাহিত হলেও র‍্যাবের প্রস্তুত করা সেই অভিযোগপত্রটি আজ পর্যন্ত আদালতে পেশ করা হয়নি। যার ফলে আদালতে ত্বকী হত্যায় ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেয়া ঘাতক সুলতান শওকত ভ্রমর, ঘাতক ইউসুফ হোসেন লিটনসহ সকলেই উচ্চ আদালত থেকে জামিন নিয়ে বেরিয়ে যায়। পরে ঘাতকদের কেউ বিদেশে পালিয়ে যায় এবং কেউবা দেশেই ঘুরে বেড়াচ্ছে। যে ঘাতকের টর্চার সেলে ত্বকীকে হত্যা করা হয়েছে বলে র‍্যাব সংবাদ সম্মেলনে উল্লেখ করে, যার উপস্থিতিতে ও নেতৃত্বে হত্যা করা হয়, এবং যার গাড়ি দিয়ে ত্বকীকে শীতলক্ষ্যা নদীতে ফেলে দেয়া হয়, সেই আজমেরী ওসমানকে র‍্যাব আজও গ্রেপ্তারই করেনি। এখন আজমেরী ওসমান প্রশাসনের সামনেই বীরদর্পে ঘুরে বেড়াচ্ছে; ক্ষণে ক্ষণে তার ছবি সংবলিত বিলবোর্ডে শহর ছেয়ে যাচ্ছে। অন্যদিকে শামীম ওসমান ত্বকী হত্যার বিচারপ্রার্থীদের নানাভাবে ভয়ভীতি দেখিয়ে নিবৃত্ত করতে ব্যর্থ হয়ে তাদেরকে হামলা করে, মামলা দিয়ে নির্যাতনের বিভিন্ন পথ অব্যাহত রেখেছেন। বহু সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কর্মী বিভিন্ন সময় তাঁর হামলার শিকার হয়েছে, রক্তাক্ত হয়েছে, রবীন্দ্রজয়ন্তীসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তারা হামলা চালিয়েছে। শামীম ওসমান বিচারপ্রার্থীদের বাড়ির ইট খুলে আনার হুমকি দিয়েছেন। নাসিম ওসমান পিঁপড়ার মত পায়ে পিষে মারার হুমকি দিয়েছেন, লাশ বানিয়ে টুকরো টুকরো করে কেটে শীতলক্ষ্যা নদীতে ফেলে তা মাছ দিয়ে খাওয়ানোরও ঘোষণা দিয়েছেন। শামীম ওসমান ত্বকীর পিতা রফিউর রাব্বির বিরুদ্ধে একের পর এক মামলা দিয়েছেন, ধর্ম অবমাননার মিথ্যা অভিযোগ এনে হেফাজতে ইসলামকে দিয়ে মামলা করিয়েছেন, তাঁদের নিয়ন্ত্রিত মসজিদে মসজিদে মিথ্যা খুতবা দিয়ে জনতাকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করেছেন, হেফাজতকে দিয়ে মিছিল করিয়েছেন আবার সেই মামলায় যাতে রফিউর রাব্বি আদালতে যেতে না পারেন তার জন্য হেফাজত ও তার অনুগত ছাত্রলীগ-যুবলীগ পরিচয়ধারী ক্যাডারদের দিয়ে আদালত প্রাঙ্গণে 'লাশ চাই, কল্লা চাই' বলে মহড়া

দিয়েছেন। হেফাজতকে নিয়ে সমাবেশ করে কতল করারও হুমকি দিয়েছেন।

ত্বকী হত্যার প্রতিবাদে ৯ মার্চ নারায়ণগঞ্জে অভাবনীয় হরতাল পালিত হয়। এর পর থেকে আন্দোলন আর থেমে নেই। ঢাকা-নারায়ণগঞ্জসহ দেশের অধিকাংশ জেলায় প্রতিবাদ সমাবেশ, মিছিল, মানববন্ধন ইত্যাদি পালিত হয়েছে, এখনও হচ্ছে। আমেরিকা, কানাডা, জার্মানি, ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, কোরিয়া, ভারতসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে হত্যার প্রতিবাদে কর্মসূচি পালিত হয়েছে। ত্বকীর মৃতদেহ উদ্ধারের দিনটিকে কেন্দ্র করে প্রতি মাসের ৮ তারিখ ছয় বছর ধরে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালিত হচ্ছে। ত্বকীকে নিয়ে অসংখ্য কবিতা, রচনা, গান তৈরি হয়েছে, ছবি আঁকা হয়েছে, বহু প্রামাণ্যচিত্র নির্মিত হয়েছে, ৮-১০টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। চার বছর ধরে জাতীয়ভাবে রচনা ও ছবি আঁকা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হচ্ছে, যেখানে দেশের প্রতিটি জেলারই হাজার হাজার প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করছে। কিন্তু ত্বকী হত্যার বিচার আজও হয়নি। ঘাতকের প্রতি সরকার ও রাষ্ট্রের নগ্ন অবস্থানের এটি একটি নির্লজ্জ উদাহরণ।

৩০ এপ্রিল ২০১৪ তৎকালীন সংসদ সদস্য নাসিম ওসমান ভারতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করলে জাতীয় সংসদে আনীত শোক প্রস্তাবের আলোচনায় প্রধানমন্ত্রী ওসমান পরিবারের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতির কথা জানান; এবং এর পর থেকেই কার্যত ত্বকী হত্যার তদন্ত কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। আজকে রাষ্ট্রে সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনার বিচারিক প্রক্রিয়ায় রাষ্ট্রের যে বৈষম্যমূলক আচরণ, ত্বকী হত্যা তার জ্বলন্ত উদাহরণ। রাষ্ট্রে সংঘটিত বিভিন্ন ঘটনা প্রমাণ করে যে সরকার তার রাজনৈতিক প্রয়োজনে কোন কোন বিচার সম্পন্ন করে আবার রাজনৈতিক প্রয়োজনেই কোন কোন অপরাধের বিচারকার্য বন্ধ করে রাখে। এই পরিস্থিতিতে আজকে রাষ্ট্রের শক্তিশালী একটি স্তম্ভ বিচারব্যবস্থার ওপর থেকে মানুষের আস্থা ও ভরসার জায়গাটি ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। বিচারব্যবস্থা ও সুশাসন ধ্বংস হয়ে গেলে রাষ্ট্রের আর গণতান্ত্রিক চরিত্র থাকে না, রাষ্ট্র দেউলিয়া হয়ে পড়ে। মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশকে আমরা দেউলিয়া দেখতে চাই না। আর চাই না বলেই আর বিলম্ব না করে ত্বকী হত্যার সকল ঘাতককে এবং হত্যার নির্দেশদাতাদের গ্রেফতার করে বিচারের আওতায় আনতে এবং আদালতে অভিযোগপত্র প্রদান করে বিচার সম্পন্ন করার দাবি জানাচ্ছি। আর তাই বিচার সম্পন্ন করার জন্য প্রধানমন্ত্রীকেই নির্দেশ প্রদানের জন্য আমরা আজ আহ্বান জানাচ্ছি।

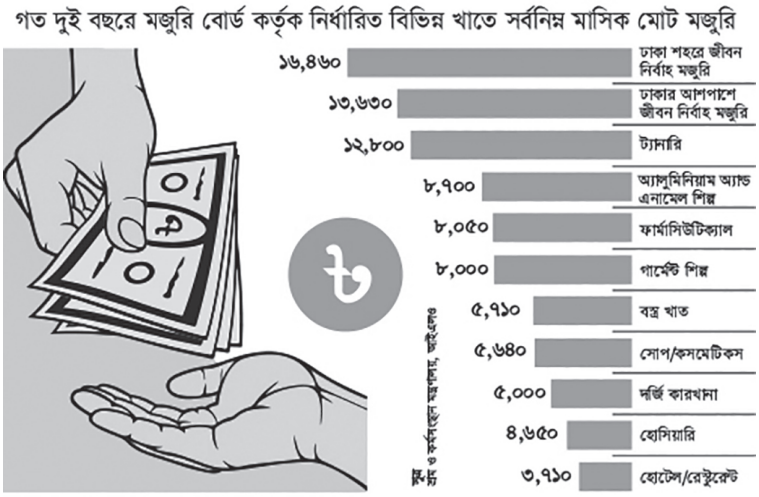

সূত্র: বণিক বার্তা, ২৪ জানুয়ারি ২০১৯

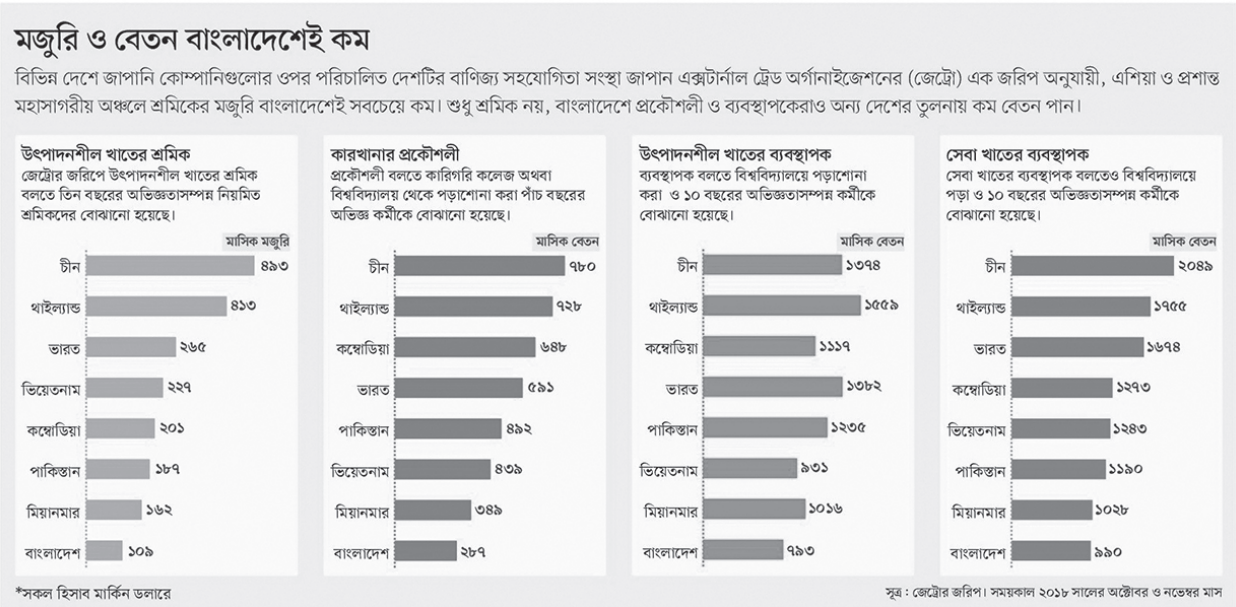

সূত্র: প্রথম আলো, ২৪ মার্চ ২০১৯